দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...23 DEC ...
পৃঃ 2 ... কলাম ... ৫ ...

ইন্টার্নী ডাক্তারদের ধর্মঘটের ফলে মেডিকেল কলেজগুলোর চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ গতকাল (মঙ্গলবার) সারাদেশে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে ইন্টার্নী চিকিৎসকদের ৬ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে অবিরাম ধর্মঘটের ৮ম দিন অতিবাহিত হয়। দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রায় ১২০০ ইন্টার্নী চিকিৎসকসহ অনারারী চিকিৎসা ও

১১-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

চিকিৎসা ব্যবস্থা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্লিনিকে কর্মরত নবীন ডাক্তাররা এতে অংশ নেয়। এতে সবগুলো মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে গিয়ে হাসপাতাল বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। হাসপাতালের সকল ইনডোর, আউটডোর সার্ভিস ও সিডিউল অপারেশন বন্ধ রয়েছে। ইমারজেন্সীর মাধ্যমে শুধুমাত্র মুমূর্ষু রোগীদের ভর্তি করা হচ্ছে। ইনডোরের শত শত রোগীরা কোন চিকিৎসা না পাওয়ায় স্বেচ্ছায় হাসপাতাল ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। বহির্বিভাগে কোন ডাক্তার না থাকায় দূর-দূরান্ত থেকে আগত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ডকৃত রোগীরা ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে চিকিৎসা না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। অসহায় নিরুপায় গরীব রোগীরা দালাল চক্রের খপ্পরে পড়ে ক্লিনিকে পৌঁছার আগেই তাদের সর্বস্ব হারাচ্ছে। হাসপাতাল মূলতঃ ডাক্তারশূন্য হয়ে পড়েছে। ফলে হাসপাতালে ভর্তিকৃত অবশিষ্ট রোগীরা ডাক্তারের অভাবে মৃত্যু যন্ত্রণায় ধুঁকে ধুঁকে কাতরাচ্ছে। ওয়ার্ডবয় এবং নার্সরাই তাদের এখন একমাত্র ভরসা। এছাড়া মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মেডিসিন, সার্জারী ও গাইনী ওয়ার্ডের সকল ক্লিনিক্যাল ক্লাস বন্ধ রয়েছে।

গত সোমবার বিএমএর নেতৃবৃন্দ এবং ইন্টার্নী ডাক্তারদের প্রতিনিধির সাথে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী আলোচনা করেছেন এবং অক্টোবর থেকে তাঁদের ভাতা ৫ হাজার টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু সরকারের এই প্রস্তাবে ইন্টার্নী চিকিৎসকদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে এ লেখা পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি। বিভিন্ন হাসপাতালের রোগীরা জানায়, ইন্টার্নী চিকিৎসকরা ধর্মঘট ডেকেছে কিন্তু সকল মেডিকেল অফিসার, সহকারী রেজিস্ট্রার, আবাসিক চিকিৎসক ও আবাসিক সার্জনরা কেন হাসপাতালে কাজ করছেন না। তারা তো সরকারী চাকুরীজীবী তাদের হাসপাতালে ডিউটি ফাঁকি দেয়ার তো কোন যুক্তি নেই। রোগীরা জানায়, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকদেরও হাসপাতালে প্রয়োজনে পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারী চিকিৎসকরা স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করলে আমাদের চিকিৎসা সেবার এ দুরবস্থার সৃষ্টি হতো না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ডাক্তার জানান, ইন্টার্নী চিকিৎসকদের চাপের মুখে তারা বহির্বিভাগে কাজ করতে পারছেন না। কারণ তারা টিকিট কাউন্টার ও বহির্বিভাগে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। সার্জারীর ইনডোরের অপর এক চিকিৎসক জানান, জনবলের অভাবে তারা ইমারজেন্সী অপারেশন করতে পারছেন না। সিনিয়র ডাক্তারদের অপারেশনের সহায়তার জন্য টেলিফোন করলেও তারা হাসপাতালে আসছেন না। ফলে জটিল ইমারজেন্সী রোগীদের অপারেশনে হিমশিম খেতে হচ্ছে জুনিয়র ডাক্তারদের।

আমাদের চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, ইন্টার্নী ডাক্তারদের লাগাতার মর্ধঘটের ফলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থায় ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে এসেছে।